রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, নভেম্বর ১১, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৬ কার্তিক, ১৪৩৩ মোতাবেক ১১ নভেম্বর, ২০২৬

নিম্নলিখিত বিলটি ২৬ কার্তিক, ১৪৩৩ মোতাবেক ১১ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং ১১৩/২০২৬

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে আনীত

বিল

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেই তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে ইহা কার্যকর হইবে।

২। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।**—পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর—

মূল্য : টাকা ১৬.০০

(ক) দফা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৩) "আবেদনকারী" অর্থ সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে বা আন্তর্জাতিক ক্রয়ে কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতিতে তালিকাভুক্ত হইবার জন্য, বা প্রাক-যোগ্যতা নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য, বা আগ্রহ ব্যক্তকরণের আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে সংক্ষিপ্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য, আগ্রহী ব্যক্তি;";

(খ) দফা (৩) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (৩ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৩ক) "ইকনোমিক অপারেটর (Economic operator)" অর্থ এমন কোন ব্যক্তি যিনি কোন ক্রয়কারীর সহিত চুক্তির অধীনে পণ্যসরবরাহ বা কার্যসম্পাদন বা ভৌতসেবা বা বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগতসেবা সম্পাদনে নিয়োজিত আছেন এবং এই আইনের বিভিন্ন ধারার বর্ণনায় সম্মিলিতভাবে ব্যবহারের শর্তে উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে সরবরাহকারী (Supplier), ঠিকাদার (Contractor), সেবাপ্রদানকারী (Service provider) এবং পরামর্শক (Consultant);";

(গ) দফা (৮) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (৮) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৮) "ক্রয়কারী (Procuring Entity)" অর্থ সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা কোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের জন্য প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন কোন কর্মকর্তা অথবা উক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অপর কোন কর্মকর্তা;";

(ঘ) দফা (১৬) এ উল্লিখিত "সমজাতীয় সফটওয়্যার" শব্দগুলির পর ", ইলেক্ট্রনিক ও নন-ইলেক্ট্রনিক উপাত্ত বা ডাটা" কমা ও শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(ঙ) দফা (১৮) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (১৮) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১৮) "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট" অর্থ এই আইনের অধীন সরকারি তহবিল ব্যবহারের মাধ্যমে কোন ক্রয়কারী কর্তৃক ক্রয়কে বুঝাইবে;";

(চ) দফা ২৬ এর—

(অ) উপ-দফা (ক) এ উল্লিখিত "পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ" শব্দগুলির পর "বা পণ্যের মেরামত" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(আ) উপ-দফা (গ) এ উল্লিখিত "ভাড়ায় যানবাহন সংগ্রহ," শব্দগুলি ও কমার পর "অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনা, ফ্লোরস্পেস বা স্থান ভাড়া," শব্দগুলি ও কমাগুলি" সন্নিবেশিত হইবে;

(ই) উপ-দফা (ঘ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-দফা (ঘ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ঘ) আউটসোর্সিং (Outsourcing) এর মাধ্যমে ক্রয়কারী কর্তৃক সেবা গ্রহণের লক্ষ্যে এই আইনের অধীন নির্দিষ্টকৃত কোন সেবা বা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দিষ্টকৃত কোন সেবা;"

(ছ) দফা (৩১) এ উল্লিখিত "ফ্যাক্স বা ইলেকট্রনিক বার্তাও" শব্দগুলির পরিবর্তে "ইলেক্ট্রনিক মেইল বা বার্তাও" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(জ) দফা (৩৬) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (৩৬ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৩৬ক) "সুযোগবঞ্চিত ব্যক্তি" অর্থ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০২৬ কার্যকর হইবার তারিখের পূর্ববর্তী অনধিক ২০(বিশ) বৎসরের মধ্যে বৈধ নিবন্ধন বা লাইসেন্স থাকা সত্ত্বেও সরকারি ক্রয় কার্যে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয় সুযোগ বা অনুকূল পরিবেশের অভাবে কোন সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করিতে পারে নাই অথবা অংশগ্রহণ করে নাই এমন কোন ব্যক্তি।"।

৩। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (৩) এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন উপ-ধারা (৪) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(৪) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেনো, অর্থ বিভাগ কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত বিধিমালা বা নীতিমালা বা অনুরূপ কোন নির্দেশনা দ্বারা আউটসোর্সিং সেবা গ্রহণ প্রক্রিয়া নির্ধারিত হইবে।"।

৪। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) ক্রয়কারী ধারা ৫(২) এর অধীন দাখিলকৃত দরপত্র বা প্রস্তাব বিবেচনার উদ্দেশ্যে, দরপত্র বা প্রস্তাব দাখিলের সময়সীমা অতিক্রান্তের পূর্বে ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা বা ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের নিম্নতর পর্যায়ের কোন অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে মূল্যায়ন কমিটির ন্যূনতম একজন সদস্যসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যক্তি সমন্বয়ে একটি দরপত্র বা প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ কমিটি গঠন করিবে।"।

৫। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৭ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) ক্রয়কারী দরপত্র বা প্রস্তাব দাখিলের জন্য নির্দিষ্টকৃত তারিখের পূর্বে ক্রয়কারীর নিজস্ব কার্যালয় এবং তাহার কার্যালয় বহির্ভূত কোন কর্মকর্তা সমন্বয়ে, অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ বা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান এর উচ্চতর কোন কর্তৃপক্ষ হইলে ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব অথবা পরিচালনা পর্ষদের সভাপতির অনুমোদনক্রমে, দরপত্র বা প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি গঠন করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন নির্দিষ্ট ক্রয়ের জন্য দরপত্র বা প্রস্তাবসমূহ একটির অধিক মূল্যায়ন কমিটি দ্বারা মূল্যায়ন করা যাইবে না।";

(খ) উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত "সরকারের মন্ত্রী বা সরকার কর্তৃক গঠিত" শব্দগুলির পরিবর্তে "মন্ত্রণালয়, বা সুপারিশকারী কর্তৃপক্ষ" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ১১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১১ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "বাস্তবায়িতব্য কোন প্রকল্পের অধীন ক্রয়কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে, ক্রয়কৌশল অনুসরণে প্রণীত ও সরকার কর্তৃক অনুমোদিত উক্ত প্রকল্প" শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে "বাস্তবায়িতব্য কোন প্রকল্প বা কর্মসূচীর অধীন ক্রয়কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে, ক্রয়কৌশল অনুসরণে প্রণীত ও সরকার কর্তৃক অনুমোদিত উক্ত প্রকল্প বা কর্মসূচীর" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "রাজস্ব" শব্দের পরিবর্তে "পরিচালন" শব্দ এবং "বাৎসরিক" শব্দের পরিবর্তে "বার্ষিক" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৫) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৫) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৫) ক্রয়কারী ক্রয়কার্য সম্পাদনের সুবিধার্থে কোন ক্রয়চাহিদাকে বিধিতে বর্ণিত পদ্ধতিতে একাধিক প্যাকেজে ও প্রয়োজনে প্রতিটি প্যাকেজকে একাধিক লটে বিন্যস্ত করিতে পারিবে।";

(ঘ) উপ-ধারা (৬) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৬) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীন কোন একক প্যাকেজকে একাধিক লটে বিভক্ত করা হইলে, উক্ত লটসমূহের মোট অর্থের পরিমাণ অনুমোদনের এখতিয়ার যেই কর্তৃপক্ষের থাকিবে, উক্ত যে কোন লটের বা লটসমূহের চুক্তি সম্পাদনের জন্য ক্রয় প্রস্তাব সেই কর্তৃপক্ষের নিকট অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে।"।

৭। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ১৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৪ এর দফা (খ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(খ) পণ্য, কার্য, এবং ভৌত সেবা ক্রয়ে নির্দিষ্টকৃত দরপত্র জামানত এবং চুক্তিসংশ্লিষ্ট জামানতের নির্দিষ্ট হার ও নির্ধারিত পদ্ধতি উল্লেখ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি, কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি এবং বিপরীত নিলাম পদ্ধতির ক্ষেত্রে দরপত্র জামানত প্রযোজ্য হইবে না এবং সীমিত দরপত্র পদ্ধতির ক্ষেত্রে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে দরপত্র জামানতের সংস্থান রাখা যাইবে;"।

৮। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ২২ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ২২ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২২ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"২২। **চুক্তি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা।**—(১) ক্রয়কারী কার্যকরভাবে চুক্তি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধিমালা ও আদর্শ দলিলের নির্দেশনাবলী অনুসরণ করিবে।

(২) চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদির কোনরূপ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যথা: ভেরিয়েশন অর্ডার, অতিরিক্ত সরবরাহ, কার্য বা সেবা সম্পাদনের সময়সীমা, ইত্যাদি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে একটি সংশোধিত চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে।

(৩) চুক্তির শর্তানুযায়ী দায়িত্বে অবহেলা, পণ্য সরবরাহ বা কার্য অথবা সেবা সম্পাদন নিশ্চিত করিবার বিষয়ে ক্রয়কারী এবং ক্ষেত্রমত তৎকর্তৃক নিযুক্ত প্রকল্প ব্যবস্থাপক ও চুক্তি বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত অপরাপর ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা প্রদান-সাপেক্ষে দায়বদ্ধ থাকিবে।"।

৯। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ২৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৫ এর বিদ্যমান বিধান উপ-ধারা (১) হিসাবে সংখ্যায়িত হইবে এবং এইরূপ সংখ্যায়িত উপ-ধারা (১) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (২) ও (৩) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(২) যোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এমন কোন শর্ত আরোপ করা যাইবে না, যাহা অপ্রয়োজনীয়ভাবে নূতন নিবন্ধিত ব্যক্তি বা নবীন উদ্যোক্তাগণের অংশগ্রহণ সীমিত করে।

(৩) কেবল দীর্ঘমেয়াদি অভিজ্ঞতা, উচ্চ বার্ষিক টার্ন-ওভার, সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাজের অভিজ্ঞতা অথবা একক বৃহৎ চুক্তিসম্পাদনের অভিজ্ঞতাকে বাধ্যতামূলক যোগ্যতা হিসাবে নির্ধারণ করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, ক্রয়কারী বিশেষ ক্ষেত্রে ক্রয়কার্যের প্রকৃতি, জটিলতা ও ঝুঁকি বিবেচনা করিয়া বিশেষ শর্ত আরোপ করিতে পারিবে।"।

১০। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের নূতন ধারা ২৫ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ২৫ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ২৫ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"২৫ক। **দেশীয় পণ্য ক্রয়ে অগ্রাধিকার।**—সরকার দেশীয় শিল্পের বিকাশ, স্থানীয় উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং সরকারি ক্রয়ের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে প্রত্যক্ষ অবদান বৃদ্ধির লক্ষ্যে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি ও শর্তে, সরকারি ক্রয়ে বাংলাদেশে উৎপাদিত বা প্রস্তুতকৃত পণ্যকে অগ্রাধিকার প্রদান অথবা নির্দিষ্ট শ্রেণির দেশীয় পণ্য ক্রয় বাধ্যতামূলক করিতে পারিবে।"।

১১। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ২৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৬ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ি (।) চিহ্নের পরিবর্তে কোলন (:) চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা:—

"তবে শর্ত থাকে যে, দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সুরক্ষা, নূতন দরপত্রদাতা, অতি ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র দরপত্রদাতা বা নারী দরপত্রদাতা অথবা সুযোগবঞ্চিত ব্যক্তিদের ক্রয় প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার জন্য সরকার যোগ্যতার শর্তাদি শিথিল করিতে পারিবে।";

(খ) উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৩) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(৩) সরকারি ক্রয়ের অন্যতম মূলনীতি হিসাবে নৈতিকতা অনুশীলনের প্রেক্ষাপটে দরপত্রদাতার নৈতিক ও আইনি মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হওয়ার বিষয়টি বিধি দ্বারা নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যায়িত হইতে হইবে।"।

১২। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ২৭ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২৭ এর উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেনো, কোন বিদেশী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এই আইনের অধীন প্রাক্-যোগ্যতা, আগ্রহ ব্যক্তকরণ বা দরপত্র বা প্রস্তাব দলিলে অংশগ্রহণ করিতে চাহিলে আবশ্যিকভাবে বাংলাদেশী কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সাথে যৌথ উদ্যোগ গঠন করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বিদেশী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ সহযোগে গঠিত যৌথ উদ্যোগে দেশীয় ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের ন্যূনতম অংশীদারত্ব বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, সরকার বিশেষ কোন ক্রয়ের প্রয়োজনে এই ধরনের শর্ত শিথিল করিতে পারিবে।"।

১৩। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ২৯ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২৯ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (গ) এর—

(ক) উপ-দফা (অ) এর প্রারম্ভে "কোন ক্রয়ের ক্ষেত্রে সকল" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) উপ-দফা (আ) তে উল্লিখিত "অনুমোদনের" শব্দটির পরিবর্তে "সুপারিশের" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৪। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৩০ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৩০ এর উপ-ধারা (৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৪) এই ধারার অধীন আপিল দায়ের ও নিষ্পত্তি এবং রিভিউ প্যানেল গঠন বা পুনর্গঠন বা প্যানেলের কোন সদস্য অপসারণ বা শূন্যপদ পূরণের জন্য সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।"।

১৫। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৩১ এর প্রতিস্থাপন**।—উক্ত আইনের ধারা ৩১ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৩১ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৩১। **পণ্য, কার্য, ভৌত সেবা, ইত্যাদি ক্রয়ে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির প্রয়োগ**।—(১) ক্রয়কারী পণ্য, কার্য বা ভৌতসেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে, ধারা ৩১ক (২) এ বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতিরেকে, অগ্রে বিবেচ্য হিসাবে নিম্নবর্ণিত শর্ত পরিপালনপূর্বক উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগ করিবে, যথা:—

(ক) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রাক-যোগ্যতা নির্ধারণ;

(খ) দরপত্রদাতাগণকে বৈষম্যহীন ও সম-শর্তাধীনে প্রতিযোগিতার সুযোগ প্রদান;

(গ) ধারা ৪০-এ বর্ণিত বিধান অনুসরণে বিজ্ঞাপন প্রদানের মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান;

(ঘ) দরপত্র দাখিলের জন্য এবং পণ্য সরবরাহ, কার্য সম্পাদনের বা ভৌতসেবা প্রদানের জন্য নির্ধারিত ন্যূনতম সময় প্রদান;

(ঙ) দরপত্রের দুইটি অংশ থাকিবে, যথা: কারিগরি প্রস্তাব ও আর্থিক প্রস্তাব;

(চ) কারিগরি প্রস্তাব মূল্যায়নান্তে উত্তীর্ণ দরপত্রদাতাগণের আর্থিক প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন;

(ছ) কারিগরি প্রস্তাবের ওপর মূল্যায়ন কমিটি প্রদত্ত কারিগরি স্কোর এবং আর্থিক প্রস্তাবের ওপর প্রাপ্ত স্কোরের ভিত্তিতে সম্মিলিত স্কোর নির্ধারণ।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত পদ্ধতির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বিধি দ্বারা নির্ধারণ করা যাইবে।

(৩) উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির অধীন অভ্যন্তরীণ কার্য ও ভৌত সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন দরপত্রদাতা কর্তৃক দরপত্রে দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় (Official Cost Estimate) অপেক্ষা ১০% (শতকরা দশ ভাগ) এর অধিক কম বা অধিক বেশি দর উদ্ধৃত করা হইলে উক্ত দরপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) টেকসইতা (Sustainability) উপাদানসহ কারিগরি প্রস্তাবের গুণগত মানের জন্য প্রদত্ত স্কোর শতকরা আশি ভাগ হারে এবং আর্থিক প্রস্তাবে প্রাপ্ত স্কোর শতকরা বিশ ভাগ হারে নির্ধারণপূর্বক সম্মিলিত স্কোর নির্ণয় করিতে হইবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এ বর্ণিত কার্যক্রম সম্পাদনে দরপত্রের কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট দলিলাদি ও তথ্যাদি মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাই এবং প্রয়োজনে বাতিল করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) উপ-ধারা (৪) ও (৫) অনুযায়ী সম্মিলিত সর্বোচ্চ স্কোরধারী দরপত্রদাতাকে চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ প্রদানের জন্য সুপারিশ করিতে হইবে।"।

১৬। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনে নূতন ধারা ৩১ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ৩১ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৩১ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"৩১ক। পণ্য, কার্য, ভৌত সেবা, ইত্যাদি ক্রয়ে সীমিত দরপত্র পদ্ধতির প্রয়োগ।—(১) সরকারি ক্রয়ের মাধ্যমে দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সুরক্ষা, নূতন দরপত্রদাতা, অতি ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র দরপত্রদাতা বা নারী দরপত্রদাতা অথবা সুযোগবঞ্চিত ব্যক্তিদের ক্রয় প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার তথা চুক্তি প্রাপ্তির সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে অথবা যেই সকল ক্ষেত্রে কারিগরি বা সরবরাহ শৃঙ্খলজনিত কারণে কেবল সীমিত সংখ্যক সরবরাহকারী বা ঠিকাদার বা সেবা প্রদানকারী রহিয়াছেন সেই সকল ক্ষেত্রে ক্রয়কারী, ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে, সীমিত দরপত্র পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া ক্রয়কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) নিম্নবর্ণিত যে কোন ক্ষেত্রে সীমিত দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাইবে, যথা:—

(ক) বিশেষায়িত প্রকৃতির বা সরবরাহ শৃঙ্খলসংবলিত পণ্য, কার্য বা ভৌত সেবা, যাহা কেবল সীমিত সংখ্যক সরবরাহকারী বা ঠিকাদার বা সেবাপ্রদানকারীর নিকট হইতে লভ্য হয়;

(খ) খুচরা যন্ত্রাংশের মজুদ এবং রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে, কোন ব্রান্ডের নির্দিষ্ট মান প্রমিতকরণ সংক্রান্ত সরকারি নীতি থাকিলে;

(গ) জরুরি প্রয়োজনে, যাহা পূর্বানুমান করা ক্রয়কারীর পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই বা ক্রয়কারীর দীর্ঘসূত্রিতার কারণেও সূচিত হয় নাই, পণ্য, কার্য বা ভৌতসেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র পদ্ধতি অবলম্বন বাস্তবসম্মত নয় বলিয়া প্রতীয়মান হইলে;

(ঘ) সরকারি ক্রয়ের মাধ্যমে দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সুরক্ষার স্বার্থে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের আওতায় এবং সরকার কর্তৃক গঠিত বা অনুমোদিত অর্থনৈতিক জোনে উৎপাদিত কোন পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে; এবং

(ঙ) নূতন দরপত্রদাতা, অতি ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র দরপত্রদাতা বা নারী দরপত্রদাতা অথবা সুযোগবঞ্চিত ব্যক্তিবর্গসহ অপরাপর দরপত্রদাতাগণের নিকট হইতে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত মূল্যসীমাসাপেক্ষে, এলাকাভিত্তিক অধিক্ষেত্র ও বিন্যস্ত শ্রেণী মোতাবেক তালিকাভুক্তির মাধ্যমে পণ্য, কার্য, বা ভৌতসেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর দফা (ক), (খ) ও (ঘ) এর ক্ষেত্রে কোন মূল্যসীমা প্রযোজ্য হইবে না এবং সম্ভাব্য সরবরাহকারী বা ঠিকাদার বা সেবা প্রদানকারীদেরকে দরপত্র দাখিলের জন্য আহ্বান জানাইতে হইবে; দফা (গ) এর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মূল্যসীমার মধ্যে ও বিধি দ্বারা বর্ণিত পদ্ধতিতে দরপত্র নিষ্পত্তি করিতে হইবে; অভ্যন্তরীণ ক্রয়ে নির্ধারিত মূল্যসীমার মধ্যে দফা (ঙ) এর প্রয়োগ বাধ্যতামূলক হইবে এবং উক্ত ক্ষেত্রে দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় (official cost estimate) হইতে বিধি দ্বারা নির্ধারিত শতকরা হারের অধিক কম বা অধিক বেশি দর উদ্ধৃত করা হইলে উক্ত দরপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বিশেষায়িত বা কারিগরি ধরনের ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের অনুমোদনক্রমে দফা (ঙ) প্রয়োগ না করিয়া উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি বা অন্য কোন পদ্ধতি প্রয়োগের সুযোগ থাকিবে।"।

১৭। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৩২ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৩২ এর উপ-ধারা (১) এর—

(ক) দফা (ক) বিলুপ্ত হইবে;

(খ) দফা (খ) এর উপ-দফা (ই) বিলুপ্ত হইবে;

(গ) দফা (গগ) বিলুপ্ত হইবে।

১৮। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৩৩ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৩৩ এর দফা (গ)-এর উপ-দফা (এ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-দফা (এ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(এ) ধারা ২৭ এর উপ-ধারা (২) অনুসারে যৌথ উদ্যোগে ন্যূনতম স্থানীয় অংশীদারত্ব নিশ্চিতকরণ;"।

১৯। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৩৪ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৩৪ এর—

(ক) উপ-ধারা (১ক) বিলুপ্ত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত ", (১ক)" কমা, বন্ধনী, সংখ্যা ও বর্ণ বিলুপ্ত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৫) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৫) প্রতিস্থাপিত হইবে; যথা:—

"(৫) পণ্য, কার্য বা ভৌত সেবা সরবরাহের জন্য কেবল একজন দরপত্রদাতা থাকিলে অথবা অপর কোন রাষ্ট্রের সরকার বা সরকারি প্রতিষ্ঠান বা সরকার মনোনীত প্রতিষ্ঠান বা জাতিসঙ্ঘের কোন অঙ্গ প্রতিষ্ঠান বা কোন আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংস্থার নিকট হইতে কোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয় করিবার ক্ষেত্রে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাইবে।";

(ঘ) উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত ", (১ক)" কমা, বন্ধনী, সংখ্যা ও বর্ণ বিলুপ্ত হইবে।

২০। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৩৯ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৩৯ এর উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(২) এই ধারার অধীন সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ধারা ২৭ এর উপ-ধারা (২) অনুসারে যৌথ উদ্যোগে ন্যূনতম স্থানীয় অংশীদারত্ব নিশ্চিত করিতে হইবে।"।

২১। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৪০ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৪০ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "একটি বাংলা এবং একটি ইংরেজী" শব্দগুলির পর "জাতীয়" শব্দটি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৫) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৫) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৫) যেই ক্ষেত্রে কোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের বিষয় আন্তর্জাতিক আবেদনকারী, দরপত্রদাতা বা পরামর্শকদের অবহিত করা হয়, সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপন উপ-ধারা (২)-এ বর্ণিত ব্যবস্থার অতিরিক্ত হিসাবে আন্তর্জাতিকভাবে বহুল প্রচারিত একটি ইংরেজি সংবাদপত্রে বা প্রকাশনায় বা নিউজ-পোর্টালে, অথবা, ক্ষেত্রমত, জাতিসংঘের কোন প্রকাশনায় বা ওয়েবসাইটে (যেমন: UNGM-United Nations Global Marketplace) বা আন্তর্জাতিক দরপত্র বা বাণিজ্যিক পোর্টাল এবং প্রয়োজনবোধে, বাংলাদেশে অবস্থিত বৈদেশিক মিশনসমূহে বা বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের মিশনসমূহে প্রচার করিতে হইবে।"।

২২। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৪৬ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (৫) বিলুপ্ত হইবে।

২৩। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৪৭ এর প্রতিস্থাপন**।—উক্ত আইনের ধারা ৪৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৪৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৪৭। **দরপত্র উন্মুক্তকরণ।**—(১) দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি, দরপত্র দাখিলের জন্য ক্রয়কারী কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সময়সীমা অতিক্রান্তের অব্যবহিত পর দরপত্রসমূহ বা ক্ষেত্রমত, দরপত্রের কারিগরি প্রস্তাবসমূহ উন্মুক্ত করিবে এবং কারিগরি প্রস্তাবসমূহের মূল্যায়ন সমাপন এবং উক্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অথবা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান এর নিম্নতর পর্যায়ের হইলে উক্ত অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত আর্থিক প্রস্তাবসমূহ একটি নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কারিগরি প্রস্তাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের পর দরপত্র দলিলে উল্লিখিত স্থানে আগ্রহী উত্তীর্ণ দরপত্রদাতা বা তাহাদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি সংরক্ষিত আর্থিক প্রস্তাব ও দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় উন্মুক্ত করিবে এবং মূল্যায়ন সম্পাদন করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত বিধান অনুসরণক্রমে উন্মুক্ত হয় নাই এমন কোন দরপত্র বিবেচনা করা হইবে না এবং উহা উন্মুক্ত না করিয়া দরপত্রদাতাকে ফেরত প্রদান করিতে হইবে।"।

২৪। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৪৮ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪৮ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৪৮ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৪৮। **দরপত্র মূল্যায়ন, ইত্যাদি**।—(১) দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি দরপত্র দলিলে পূর্বঘোষিত মূল্যায়নের নির্ণায়কসমূহ কঠোরভাবে অনুসরণ করিয়া দরপত্রসমূহ পরীক্ষা ও মূল্যায়নপূর্বক দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে।

(২) দরপত্র মূল্যায়নে দরপত্রদাতার আবশ্যকীয় যোগ্যতা, কারিগরি, প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সক্ষমতা যাচাই-বাছাইকরণ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, কারিগরি বিনির্দেশ বা সেবা সম্পাদন বিনির্দেশ এর তুলনামূলক যাচাই বা টেকসইতা উপাদানের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ, ইত্যাদি কারিগরি মূল্যায়নের অংশ হইবে।

(৩) দরপত্রদাতা প্রদত্ত দর বা আর্থিক প্রস্তাব মূল্যায়নে—

(ক) জাতীয় পর্যায়ে পণ্য, কার্য ও ভৌত সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে, প্রযোজ্য কর এবং মূল্য সংযোজন কর অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে;

(খ) আন্তর্জাতিক ক্রয়ের অধীন আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে, নির্ধারিত ইনকোটার্মস (INCOTERMS) এর শর্তাদির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া প্রযোজ্য শুল্ক, কর এবং মূল্য সংযোজন কর বাদ দিতে হইবে, তবে স্থানীয় উৎপাদিত পণ্যের ক্ষেত্রে শুধু মূল্য সংযোজন কর বাদ দিতে হইবে; এবং

(গ) আন্তর্জাতিক ক্রয়ের অধীনে কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে, প্রযোজ্য শুল্ক, কর এবং মূল্য সংযোজন কর অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(৪) ধারা ৩১ এ উল্লিখিত উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির অধীন অভ্যন্তরীণ কার্য ও ভৌত সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্র ব্যতিরেকে পণ্য, কার্য বা ভৌতসেবার দরপত্র মূল্যায়নে সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দরপত্রদাতা, দাখিল-উত্তর যোগ্যতা প্রতিপাদনসাপেক্ষে, কৃতকার্য দরপত্রদাতা হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(৫) দরপত্র মূল্যায়নের নিমিত্তে নির্ণায়ক হিসাবে সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণ ছাড়াও অন্য কোন নির্ণায়ক দরপত্র দলিলে উল্লেখ থাকিলে, ঐ নির্ণায়কসমূহ যথাসম্ভব আর্থিক মানদণ্ডে পরিমাপ করিয়া মূল্যায়ন কার্য সম্পাদন করিতে হইবে।

২৫। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৪৯ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪৯ এর উপ-ধারা (১) এর—

(ক) দফা (ক) এর শর্তাংশে উল্লিখিত "অভ্যন্তরীণ কার্য" শব্দগুলির পর", পণ্য বা ভৌতসেবা" শব্দগুলি ও কমা সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) দফা (খ)-তে উল্লিখিত "সর্বনিম্ন মূল্যায়িত" শব্দগুলির পর "বা ধারা ৩১(৬) মোতাবেক সর্বোচ্চ স্কোরধারী" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনী সন্নিবেশিত হইবে;

(গ) দফা (গ)-তে উল্লিখিত "সর্বনিম্ন মূল্যায়িত" শব্দগুলির পর "বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্কোরধারী" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(ঘ) দফা (গ)-এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ি (।) চিহ্নের পরিবর্তে সেমিকোলন" (;) চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ একটি নূতন দফা সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(ঘ) সরকার বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নেগোসিয়েশনের সুযোগ বৃদ্ধি বা সীমিত করিতে পারিবে।"।

২৬। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৫০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৫০ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৫০ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৫০। **দরপত্র দাখিল-উত্তর যোগ্যতা যাচাই।**—দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি ধারা ৪৮ এর অধীন দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন চূড়ান্ত করিবার পূর্বে দরপত্র দলিলে উল্লিখিত দরপত্র দাখিল-উত্তর যাচাই নির্ণায়ক অনুসারে সর্বনিম্ন গ্রহণযোগ্য অথবা ধারা ৩১(৬) মোতাবেক সর্বোচ্চ স্কোরকারী দরপত্র দাতার কার্যকরভাবে চুক্তি পালনের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও আর্থিক সামর্থ্য আছে কি না তাহা যাচাই করিয়া দেখিবে।"।

২৭। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৫১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৫১ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "নিকট পেশ করিবে" শব্দগুলির পর "অথবা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ধারা ৭ এর উপ-ধারা (৬) মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করিবে" শব্দগুলি, কমাগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনী সংযোজিত হইবে।

২৮। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৫৩ এর প্রতিস্থাপন**।—উক্ত আইনের ধারা ৫৩ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৫৩ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৫৩। **দরপত্র প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তি**।—ক্রয়কারী কৃতকার্য দরপত্রদাতার সহিত চুক্তি স্বাক্ষরের পর অন্যান্য দরপত্রদাতাদের তাহাদের অকৃতকার্য হওয়ার বিষয়টি লিখিতভাবে অবহিত করিবে, কৃতকার্য ব্যক্তির মালিকানা-বিষয়ক ও চুক্তি স্বাক্ষরসংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সহযোগে চুক্তি স্বাক্ষরসংশ্লিষ্ট নোটিশ প্রকাশ করিবে ও গ্রহণযোগ্য দরদাতাগণের দরপত্র জামানত ফেরত প্রদান করিবে এবং ইহার দ্বারা দরপত্র প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তি ঘটিবে।"।

২৯। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৫৬ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৫৬ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের" শব্দগুলির পরিবর্তে "ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার এবং অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান এর নিম্নতর পর্যায়ের হইলে উক্ত অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩০। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৫৯ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৫৯ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির" শব্দগুলির পরিবর্তে "তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার এবং অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান এর নিম্নতর পর্যায়ের হইলে উক্ত অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৩১। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৬১ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৬১ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "পেশ করিবে" শব্দগুলির পর "অথবা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ধারা ৭ এর উপ-ধারা (৬) মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করিবে" শব্দগুলি, কমাগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনী সংযোজিত হইবে।

৩২। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৬৩ এর প্রতিস্থাপন**।—উক্ত আইনের ধারা ৬৩ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৬৩ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৬৩। **প্রস্তাব প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তি**।—ক্রয়কারী কৃতকার্য পরামর্শকের সহিত চুক্তিস্বাক্ষরের পর অন্যান্য সকল আবেদনকারী বা পরামর্শককে তাহাদের অকৃতকার্য হওয়ার বিষয়টি লিখিতভাবে অবহিত করিবে, কৃতকার্য পরামর্শকের মালিকানা-বিষয়ক ও চুক্তিস্বাক্ষর সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সহযোগে চুক্তিস্বাক্ষর সংশ্লিষ্ট নোটিশ প্রকাশ করিবে এবং ইহার দ্বারা প্রস্তাব প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তি ঘটিবে।"।

৩৩। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৬৪ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৬৪ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "বা অন্য কোন কর্মকাণ্ডে" শব্দগুলির পরিবর্তে "প্রতিবন্ধকতামূলক কর্মকাণ্ডে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৫) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৫) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৫) সরকার বা ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তি এই আইন, বিধি, দরপত্র দলিল বা চুক্তির শর্তাবলি লঙ্ঘন, দুর্নীতি, প্রতারণা বা জালিয়াতি, চক্রান্তমূলক বা আঁতাত, জবরদস্তি, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, কার্যসম্পাদন ব্যর্থতা অথবা জনস্বার্থবিরোধী অন্য কোন গুরুতর অসদাচরণের কারণে দোষী সাব্যস্ত হইতে পারে তাহা হইলে, তাহার বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে অভিযোগের বিবরণসহ বিধি দ্বারা নির্ধারিত সময় প্রদানপূর্বক লিখিতভাবে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করিতে হইবে এবং তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।";

(গ) উপ-ধারা (৬) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৬) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৬) উপ-ধারা (৫) অনুসারে প্রদত্ত ব্যাখ্যা, উপস্থাপিত তথ্য ও প্রমাণ এবং সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান কারণ লিপিবদ্ধপূর্বক কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সরকারি ক্রয়কার্যে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অযোগ্য ঘোষণা করিতে পারিবে; তবে দুর্নীতি, প্রতারণা বা জালিয়াতি, চক্রান্তমূলক বা আঁতাত, জবরদস্তি, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ঘটনা ব্যতীত শুধু সংশোধনযোগ্য ত্রুটির ক্ষেত্রে অযোগ্য ঘোষণার পূর্বে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে সংশোধনের সুযোগ প্রদান করিতে পারিবে এবং এই আইনের অধীন অযোগ্য ঘোষণা, তাহার মেয়াদ নির্ধারণ, নিবন্ধন বাতিল, তথ্য সংরক্ষণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।"।

৩৪। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনে নূতন ধারা ৬৬ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ৬৬ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৬৬ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"৬৬ক। **ক্রয় প্রক্রিয়ায় দক্ষতা নিশ্চিতকরণ, ইত্যাদি বিষয়ে বিপিপিএ এর দায়িত্ব।**— বিপিপিএ এই আইনের কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করিতে ক্রয়কারী ও সংশ্লিষ্ট জনবল এবং অন্যান্য অংশীজনদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন করিবে; ক্রয় প্রক্রিয়ার আধুনিকীকরণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য গবেষণা পরিচালনা করিবে; স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, নৈতিকতা অনুশীলন, টেকসইতা, কার্যকর প্রতিযোগিতা, ইত্যাদি মূলনীতিসমূহ বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ ও সরকারকে পরামর্শ প্রদান করিবে; এবং প্রতি বৎসরে এর কার্যক্রম সম্পর্কে সরকারের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবে।"।

৩৫। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৬৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬৮ এর বিদ্যমান উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) এই আইনে কিংবা বর্তমানে বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেনো, সরকার রাষ্ট্রীয় জরুরি প্রয়োজনে বা বিপর্যয়কর কোন ঘটনা মোকাবেলা বা জনগুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়সংক্রান্ত ক্রয়কার্য সম্পাদনে, অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশক্রমে, এই আইনে বর্ণিত সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি বা একক উৎসভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ অথবা কোন ক্রয় পদ্ধতির বিশদ ধাপ অনুসরণের বাধ্যবাধকতা পরিহার অথবা বিকল্প ক্রয় ব্যবস্থা (Alternative Procurement Arrangement) অনুসরণ করিতে পারিবে।"।

৩৬। **রহিতকরণ।**—পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ৩৭ নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত বিবৃতি

রাষ্ট্র ও জনস্বার্থে সরকারি তহবিলের সর্বোত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, বৈষম্যহীনতা, সমআচরণ, দক্ষতা, অবাধ প্রতিযোগিতা ও দেশীয় স্বার্থ নিশ্চিত করা অনস্বীকার্য। এ লক্ষ্যে সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনার আইনি কাঠামো হিসেবে সরকার ২০০৬ সালের ০৬ জুলাই তারিখে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (পিপিএ ২০০৬) জারি করে। পরবর্তীতে ২০২৬ সাল পর্যন্ত উক্ত আইনটি মোট ৫ (পাঁচ) বার সংশোধন করা হয়।

২। বর্তমানে আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় বিদ্যমান সকল বৈষম্য দূরিকরণ এবং সকলের জন্য প্রতিযোগীতামূলক অংশগ্রহণ ও সম-অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (পিপিএ ২০০৬) সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ায় এবং বর্ণিত বিষয়াদি বিদ্যমান সরকারি ক্রয় আইনে অন্তর্ভুক্ত করার আবশ্যকতায় গত ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩ এর দফা (১) অনুসরণে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬ জারি করা হয়।

৩। জারীকৃত অধ্যাদেশটি আইনে রূপান্তরের লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা ও জনমত যাচাইয়ের মাধ্যমে মতামত গ্রহণপূর্বক প্রয়োজনীয় পরিমার্জন, পুনর্গঠন করে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০২৬ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

৪। প্রস্তাবিত বিলটি আইনে পরিণত হলে সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে এবং দেশীয় শিল্পের অগ্রাধিকার রক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্র ও জনসাধারণের স্বার্থ আরো সুরক্ষিত হবে বলে আশা করা যায়।

আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

ব্যারিস্টার মো: গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd